হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৩৮৭/১৯৯০

মোঃ হানিফ খান

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

------প্রতিপক্ষদ্বয়

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ১৮.০১.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৯.০১.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং- ০৪/১৯৮৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৮.১২.১৯৮৮ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

অত্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে,

বিভাগীয় বিশেষ আদালত, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম কতৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং- ০৪/১৯৮৫ শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১৮.১২.১৯৮৮ তারিখ প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আসামী- মোঃ হানিফ খানকে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে উক্ত ধারায় ০৪ (চার) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০১ (এক) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১৯৪৭ সনের ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে উক্ত ধারায় ০২ (দুই) বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০৬ (ছয়) মাস সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন এবং জরিমানার টাকা হতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯,৯৯০/- (উনিশ হাজার নয়শত নব্বই) টাকা পাবে এবং বাকী টাকা সরকার পাবে মর্মে আদেশ দেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সাজাপ্রাপ্ত আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এবং এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী আপীল দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং- ০৪/১৯৮৫-এ বিগত ইংরেজী ১৮.১২.১৯৮৮ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

অত্র মোকদ্দমা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উচ্চমান সহকারী জনাব মোঃ হানিফ খান এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি আইনের ৪০৯ ধারা এং ১৯৪৭ সালের দুই আইনের ৫(২) ধারার অপরাধে আনয়ন করা হইয়াছে।

আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে, আসামী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চমান সহকারী থাকাকালে ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ শিক্ষা বর্ষের স্নাতক (পাস) কোর্সের বহিরাগত ছাত্র গনের পরীক্ষার ফিস বাবদ আদায়কৃত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ফান্ডে জমা না দেখাইয়া টঃ ২১, ৭৮২/= (একুশ হাজার সাতশত বিরাশি) টাকা আত্মসাত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদানীন্তন ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক জনাব আবদুল করিম সাহেবকে প্রধান করিয়া একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেন। উক্ত তদন্ত কমিটি কাগজপত্র এবং সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে পান যে, এই আসামী ও তাহার সহযোগী উচ্চমান সহকারী জনাব বশির আহমদ সিদ্দিকী উক্ত বিহরাগত ছাত্রদের দেয় পরীক্ষার ফিঃ আত্মসাৎ করিয়াছেন। তন্মধ্যে বর্তমান আসামী টঃ ২১,৭৮২/=(একুশ হাজার সাতশত বিরাশি) টাকা এবং বশির আহমদ সিদ্দিকী টঃ ৭৩৮/= (সাতশত আটত্রিশ) টাকা আত্মসাত করেন। বশির আহমেদ সিদ্দিকী তাহার আত্মসাৎকৃত টাকা পরিশোধ করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে কোন মামলা করেন নাই। বর্তমান আসামী টঃ ২১,৭৮২/=(একুশ হাজার সাতশত বিরাশি) টাকার মধ্যে গত ৫-১২-৭৩ইং তারিখে টঃ ১,৭৯২/= (এক হাজার সাতশত বিরানব্বই) টাকা পরিশোদ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তপক্ষের নিকট দুইখানা দরখাস্ত মূলে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর বিধায় বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট তাহার উভয় দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। সেই

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ২০-১-৭৫ ইং তারিখে এই মামলা দায়ের করেন। *আসামী পলাতক থাকায় তাহার বক্তব্য শ্রবন করার কোন সুযোগ হয়নাই। এই মামলার এজাহার প্রাপ্তির পর পুলিশ আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি আইনের ৪০৯ ধারা এবং তদানিন্তন সামরিক অইনের ১নং রেগুলেশনের ১১ ধারা মতে অভিযোগ পত্র দাখিল করেন।* *সরকার পক্ষের বিজ্ঞ পি. পি. সাহেবের বক্তব্য শ্রবন করার পর এই অসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি অইনের ৪০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুই আইনের ৫(২) ধারা মতে অভিযোগ গঠন করা হয়। আসামী পলাতক থাকায় অভিযোগ পড়িয়া শুনানো সম্ভবপর হয় নাই।* *বর্তমান মোকদ্দমার একমাত্র বিবেচ্য বিষয় এই যে, আসামী মোঃ হানিফ খান তাহার পদমর্যাদার অপব্যবহার করতঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষের বহিরাগত স্নাতক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার জন্য দেয় ফিসের টাকা হইতে টঃ ১৯,৯৯০/= (উনিশ হাজার নয়শত নব্বই) টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন কি না?* *<u>সিদ্ধান্ত ঃ</u>* *এই মোকদ্দমায় সরকার পক্ষে ৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে ১নং সাক্ষী জনাব আবদুর রশিদ সাহেব বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যলয়ের রেজিস্ট্রার। তিনি ঘটনার সময় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার ছিলেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে জানাইয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এর ৫২ তম মিটিংএ আসামী হানিফ খানের বিরন্নদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এক সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। আসামী হানিফ খান টঃ ২১,৭৮২/= (একুশ হাজার সাতশত বিরাশি) টাকা আত্মসাৎ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এর মিটিং এর প্রসিডিং এর সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের কপি দাখিল করিয়াছেন। উহা নিদর্শন পত্র ২ রূপে চিহ্নিত হইয়াছে। উক্ত নিদর্শন পত্র হইতে দেখা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এই আসামীকে আত্মসাৎকৃত টাকা পরিশোধের সুযোগ দিয়াছিলেন এবং এই আসামী টঃ ১,৭৯২/=টাকা পরিশোদ করার পর তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করিয়া তাহার মাহিনা হইতে কিস্তিতে এই আত্মসাৎকৃত টাকা আদায় করিয়া লওয়ার জন্য দরখাস্ত দাখিল করেন। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট তাহার এই প্রার্থনা সরাসরি নাকচ করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন। অন্যদিকে অপর সহযোগী জনাব বশির আহমেদ সিদ্দিকী তাহার আত্মসাৎকৃত টঃ ৭৩৮/=(সাতশত আটত্রিশ) টাকা পরিশোধ করায় তাহার বিরুদ্ধে কোন*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মামলা রুজু করা হয় নাই কিন্তু তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। এখানে দেখা যায় যে, তাহার সহযোগী বশির আহামদ সিদ্দিকী মাস্টার ডিগ্রি (১ম পর্বের) পরীক্ষার ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩ শিক্ষা বর্ষের ফিঃ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ২ নং সাক্ষী জনাব আবদুল করিম ঘটনার সময় ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হইয়া বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করিতেছেন। তিনি তাঁহার জবানবন্দিতে বলিয়াছিলেন যে, এই আসামী বহিরাগত ছাত্রদের পরীক্ষার ফিঃ আত্মসাৎ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠণ করেন। তিনি উক্ত কমিটির প্রধান ছিলেন। উক্ত কমিটি ঘটনাটি তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দেন। উক্ত রিপোর্ট নিদর্শন পত্র -৩ এবং তাঁহার সেই নিদর্শন পত্র-৩/১ রূপে চিহ্নিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠনের যে আদেশ দিয়াছিলেন। উহা নিদর্শন পত্র -৪ এবং তৎকালীন উপাচার্যে জনাব আবুল ফজল সাহেবের সই নিদর্শন পত্র -৪/১ রূপে চিহ্নিত হইয়াছে। এই ২টি নিদর্শন পত্র তাহার বক্তব্যকে প্রমাণিত করিয়াছেন। নিদর্শন পত্র -৩ হইতে দেখা যায় যে, এই সাক্ষী উক্ত তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং এই কমিটিতে অপর ৩ জন সদস্য ছিলেন, তাঁহারা হইলেন জনাব মোঃ আলী ইমদাদ খান (সাক্ষী নং-৩), জনাব এম, কে, রহমান (মিঃ খলিলুর রহমান), তদানিন্তন রেজিস্ট্রার) ও জনাব এস, সালাম, কলেজ সমূহের পরিদর্শক। কিন্তু দেখা যায় এই কমিটি গত ২-৮-৭৪ ইং তারিখে তাহাদের তদন্ত রির্টে দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত রিপোর্টে তাঁহারা এই আসামীর টঃ ২১,৭৮২/=(একুশ হাজার সাতশত বিরাশি) টাকা আত্মসাৎ করার কথা পরিস্কারভাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং আরো বলিয়াছেন যে, গত ০৫.১২.৭৩ ইং তারিখে এই আসামী টঃ ১৭৯২/= (এক হাজার সাতশত বিরানব্বই) টাকা পরিশোধ করিয়াছেন। কাজেই এই আসামীর বর্তমানে আত্মসাতের পরিমান দাঁড়াইয়াছে টঃ ১৯,৯৯০/= (উনিশ হাজার নয়শত নব্বই) টাকা। এই সাক্ষী কমিটির নিকট গত ৩০-৯-৭৪ এবং অপর একখানি তারিখ বিহীন আসামী প্রদত্ত দরখাস্ত প্রমাণ করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্ত ২টি হইতে দেখা যায় যে, আসামী তাঁহার অপরাধ স্বীকার করতঃ তাঁহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল পূর্বক তাঁহার মাসিক বেতন হইতে এই টাকা কর্তন করার আবেদন জানাইয়াছেন। এই দরখাস্ত দুইখানি পাঠ করিয়া দেখা যায় যে, আসামী তাহার আত্মসাতের বিষয়টি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সরকার পক্ষের ৩নং সাক্ষী জনাব মোঃ আলী ইমদাদ খান বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য। ঘটনার সময় তিনি হিসাব বিজ্ঞানবিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং তদন্ত কমিটির একজন সদস্য ছিলেন।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তিনি ১নং এবং ২নং সাক্ষীর সাক্ষ্যকে হুবহু সমর্থন করিয়াছেন। তিনি তদন্ত রিপোর্টে তাহার সই প্রমান করিয়াছেন (নিদর্শন পত্র-৩/২)। সরকার পক্ষের ৪ নং সাক্ষী জনাব জি,এম,এ লতিফ খান বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। তিনি তাহার জবানবন্দিতে বলিয়াছেন যে, আসামী হানিফ খান তাহার অফিসের একজন উচ্চমান সহকারী ছিলেন। এই আসামী বহিরাগত ছাত্রদের পরীক্ষার ফিঃ টঃ ২১,৭৮২/৯(একুশ হাজার সাতশত বিরাশি) টাকা জমা না দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। এই আত্মসাৎ তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। উক্ত তদন্ত কমিটি রিপোর্ট প্রদান করিলে উহা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে উপস্থাপিত করা হয় আসামীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। তৎপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই মামলা দায়ের করিলে পুলিশ এই ঘটনা তদন্ত করেন এবং আসামলি বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। সরকার পক্ষের ৫ নং সাক্ষী মনছুর আহামদ সিদ্দিকী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকশন অফিসার। ১৯৭৩-৭৪ সালে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন সহকারী ছিলেন। তিনি হানিফ খানকে চিনিতেন এবং হানিফ খান তাহার অধীনে কাজ করিতেন। তিনি হানিফ খানের হাতের লেখা এবং সইয়ের সহিত পরিচিতি। তিনি হানিফ খান প্রদত্ত দরখাস্ত দুইখানি নিদর্শন পত্র ৫ ও৬ এবং তাহার হাতের সইকে নিদর্শন পত্র নং ৫/১ এবং ৬/১ রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। তিনি ও তাহার জবানবন্দিতে বলিয়াছেন যে, আসামী হানিফ খান বি,এ, বহিরাগত ছাত্রদের ফিঃ জমা না দিয়া টঃ ২১,৭৮২=/ (একুশ হাজার সাতশত বিরাশি) টাকা আত্মসাৎ করেন। ইহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি আসামীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট দন। পুলিশ কেস হয়। পুলিশ তাহার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি তৎকালীন রেজিস্ট্রার জনাব খলিলুর রহমান সাহেবের হাতের লেখা চিনেন এবং খলিলুর রহমান সাহেব কর্তৃক গত ১৮-১-৭৫ ইং তারিখে হাটহাজারী থানায় প্রেরিত এজাহার খানি নিদর্শন পত্র - ৭ রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। এই পত্র খানি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হইতে পুলিশ প্রাপ্তির পর বর্তমান মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান উপস্থাপিত করিয়াছন উহা হইতে দেখা যায় যে, আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হইয়াছে। *প্রকাশ থাকে যে, এই মামলায় সরকার পক্ষ তদন্তকারী অফিসারকে আদালতে উপস্থিত করিতে পারেন নাই কারন হিসাবে সরকার পক্ষ তাহাদের দরখাস্ত উল্লেখ করিয়াছেন যে, তদন্তকারী অফিসার জনাব শেখ আলাউদ্দিন আহামদ সাহেব মারা গিয়াছেন। তদন্তকারী অফিসারের অনুপস্থিতিতে এই*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

কেসের উপর কোন রূপ সন্দেহের রেখাপাত করে না কারন একাধারে আসামী পলাতক, অন্যদিকে তদন্তকারী অফিসার তেমন কোন প্রয়োজনীয় সাক্ষী এ কেসে নন।

সুতরাং আদেশ হইল যে,

আদেশ

আসামীর বিরুদ্ধে আনীত দন্ডবিধি আইনের ৪০৯ ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আসামী মোঃ হানিফ খানকে উক্ত ধারায় ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও টঃ ২০,০০০/= (বিশ হাজার) টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ১ (এক) বৎসরের সশ্রম করাদন্ডে দন্ডি করা হইল। আসামী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চমান সহকারী হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় স্বীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া এই টাকা আত্মসাৎ করায় তাহার বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালের দুই আইনের ৫(২) ধারায় অপরাধে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত ধারায় তাহাকে ২ (দুই) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে এবং টঃ ৫,০০০/= (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল। জরিমানা আদায় হইলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় টঃ ১৯,৯৯০/= (উনিশ হাজার নয়শত নব্বই) টাকা পাইবে এবং বাকী টাকা সরকার পাইবেন।

অত্র রায়ের কপি আসামীকে ধৃত করিয়া জেল হাজতে প্রেরণ করার জন্য ডেপুটি কশিনার, চট্টগ্রাম/চাঁদপুর, (২) হাজীগঞ্জের উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ৩) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়ের নিকট অবগতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হইল অত্র রায় অত্র আদালতের স্পেশাল মোকদ্দমা নং ৩১৭/৮৪ এর ক্ষেত্রে ও প্রযোজ্য হইবে।

আমার জবানীতে টাইপ করা হইল।

স্বা/- অস্পষ্ট
১৮.১২.১৯৮৮
(মোঃ আরায়েশ উদ্দিন)
বিভাগীয় স্পেশাল জজ।
চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।

স্বা/- অস্পষ্ট
১৮.১২.১৯৮৮
(মোঃ আরায়েশ উদ্দিন)
বিভাগীয় স্পেশাল জজ।
চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।

প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন। বিচারিক আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। আপীলটি নামঞ্জুর যোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলটি নামঞ্জুর করা হলো।

বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ৪/১৯৮৫-

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৮.১২.১৯৮৮ তারিখে তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারীকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্ত আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)